সংবাদ
21 JUL 2008
৭

প্রাথমিক শিক্ষায় ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম কতটা যুক্তিযুক্ত

মোহা. মকবুলার রহমান

কিছুদিন ধরে পত্রপত্রিকায় 'প্রাথমিক শিক্ষায় ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম' বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা, পক্ষে-বিপক্ষে লেখালেখি হয়ে আসছে এবং আমরা শিক্ষকরা এই প্যাকেজ প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি ইতোমধ্যে পালন করেছি। আমাদের এই প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিলের দাবি এবং কেন আমরা বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে আন্দোলনে নামলাম তার কয়েকটি প্রেক্ষাপট নিচে তুলে ধরলাম।

১. একটি বিশেষ দালালচক্র, স্বার্থান্বেষী মহল প্রাথমিক শিক্ষায় ব্র্যাকের হস্তক্ষেপের মতামত প্রকাশ করছেন। আমার প্রশ্ন হলো কেন ব্র্যাক প্রাথমিক শিক্ষায় প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ চেষ্টা করবেন? তাহলে কি আমরা মনে করব সরকার কিংবা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের পরিচালনা করতে ব্যর্থ; নাকি আবারও আমাদের হাতে পরাধীনতার শিকল পরানোর একটি অপকৌশল না কি প্রাথমিক শিক্ষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ঢুকিয়ে নিয়ে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কালচার সমূলে ধ্বংস করার অপকৌশল? যদি তা না হয় তারা কেন কোন স্বার্থে তাদের নিজস্ব অর্থায়নে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছেন? আমরা বাঙালি, অকপটে অন্যের কথা, আশ্বাস, কৌশল বিশ্বাস করা আমাদের অভ্যাস। যে ভুলটি আমরা করেছিলাম ১৬০০-১৭০০-১৯৪৭-১৯৭১। আমাদের অকপটে বিশ্বাসই আমাদের হাতে দীর্ঘ বছর পরাধীনতার শিকল পরিয়ে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সবটাই চলতো পাশ্চাত্যের ইশারায়। আজ ব্র্যাক সুকৌশলে আমাদের মাঝে প্রবেশ করা শুরু করেছে। প্রথমে ব্র্যাক বলেছিল আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শিশু এবং যারা বয়স্ক অথচ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারেনি তাদের নিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাই অজগাঁয়ে। তারা করল কি, ধীরে ধীরে অজগাঁ থেকে গেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে শিশু শ্রেণীতে, ধীর ধীরে প্রবেশ করল প্রাইভেট পড়ানোর নামে ২য়, ৩য়, ৪র্থ অবশেষে ৫ম শ্রেণীতে যা সরকারের কোন চুক্তিতে লিখিত ছিল না। এখন তারা প্রবেশ করতে চাচ্ছে বিদ্যালয়ের একাডেমিক সুপারভিশনসহ অন্যান্য সব পাঠ্য কার্যক্রমে। আমরা কি করে বিশ্বাস করব তারা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকে কুক্ষিগত করে গোটা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে আঘাত আনবে না?

২. ফজলে হাসান আবেদ সাহেব বলেছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অদক্ষ। মি. আবেদ আপনি অষ্টম শ্রেণী পাস শিক্ষকদের নিয়ে মাত্র ৩০০ টাকা ভাতার বিনিময়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। অন্যদিকে, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক বিএ/এমএ পাস। অষ্টম শ্রেণী পাস শিক্ষক যদি বিএ পাস শিক্ষকের সমান দক্ষ হয় তবে আপনার ব্র্যাকের ক্রেডিট পরিচালনায় কেন এমএ বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রিধারীদের নিয়ে পরিচালনা করেন? যেখানে পয়সা সেখানে উচ্চতর ডিগ্রি আর যেখানে শিক্ষা সেখানে অষ্টম শ্রেণী। মি. আবেদ আপনি বলুন শিক্ষা দেয়া বড় না অর্থই বড়। যদি আপনি জানতেন, শিক্ষাই বড় তাহলে একথা আপনি কখনও বলতেন না। শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা তুচ্ছ; কিন্তু অর্থের বেলায় অনেক বড়। মি. আবেদ আপনি আরও বলেছেন, বিগত দুই সরকারের আমলে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে অনেক অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আপনি বাংলাদেশের দুর্নীতির চিত্র একটু খতিয়ে দেখবেন কি? দেশের বিভিন্ন সেক্টরে দুর্নীতির চিত্র দেখা গেলেও দুদক, সরকার, টিআইবি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন দুর্নীতির চিত্র দেখাতে পারেনি।

৩. 'ব্র্যাকের একটি দালালচক্র' বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান দিনে দিনে কমে আসছে এবং পাঠদান পদ্ধতি সনাতন। আমাদের দেশে স্বাধীনতা-উত্তর শিক্ষার হার ছিল শতকরা ৭ জন। বর্তমানে শিক্ষার হার শতকরা ৭৫ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার পাসের হার ২০০১ সালে ছিল শতকরা ২২ জন। ২০০৭ সালে এই ফল দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭৩ জন। তারপরও আপনারা কি করে বলেন, শিক্ষার মান কমে আসছে? আপনারা পাঠদানের কথা বলেছেন, পাঠদান উন্নত হয়েছে বিধায় শিক্ষার হার ও বৃত্তির ফল বেড়েছে একথা বলার আর উপেক্ষা রাখে না। আপনারা মাঠপর্যায়ে আসুন, সমীক্ষা চালান আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখন অনেক অনেক উন্নত পদ্ধতিতে পাঠ দিতে সক্ষম যা শিশুদের সহসাই বোধগম্য।

৪. স্বাধীনতা-উত্তর বিদ্যালয় শিক্ষক : ছাত্র অনুপাত ছিল মাত্র ১:১৫। এখন দাঁড়িয়েছে ১:৮৫। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংখ্যা ৫-৬ গুণ বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো হয়নি বললেও চলে। আর অবকাঠামোগত সমস্যা তো আছেই। আমার মনে হয়, আমাদের এসব দুর্বল দিক ব্র্যাকের সবল দিক দেখাচ্ছে।

৫. শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় নয় সব শ্রেণীর শিক্ষকরা সবদিক দিয়ে বৈষম্যের শিকার। আমাদের শিক্ষকরা তাদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার জন্য যা কিছু পেয়েছে সবটাই আন্দোলনের ফসল। অর্থাৎ আন্দোলন, রাজপথ অথবা অনশনের মতো নির্মম ধর্মঘট করে আমাদের আদায় করে নিতে হয় অধিকার যা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৩য় শ্রেণীর স্কেলে চাকরি করে আসছে। যদিও বিগত সরকার আমাদের একটি উর্ধ্ব স্কেল প্রদান করেছিল কিন্তু হিসাব নিরূপণে শতকরা ৯০ জন শিক্ষকের বেতন কমে আসায় তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। আমি মনে করি, এমন বেতন স্কেলটি মূলত শুভঙ্করের ফাঁকি। দ্রব্যমূল্যের ঘোড়দৌড়ে আমরা আর দৌড়াতে পারছি না।

তারপরও কোমলমতি শিশুদের ফাঁকি দেয়ার ইচ্ছা আমাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণ নেই। ২০০৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৮০ জন শিক্ষক ভোটার নিবন্ধনের কাজে নিয়োজিত থাকলেও আমরা শিশুদের এতটুকু ফাঁকি দেইনি। তার প্রমাণ ৫ম শ্রেণীর বৃত্তির রেজাল্ট জাতীয়ভাবে আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে। আমরা মনে করি, ব্র্যাক আমাদের সফল দিকগুলো কখনও দেখেন না বা আলোচনায় আনেন না। সরকারের কাছে আমাদের দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।

কাজেই আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ করব, প্রাথমিক শিক্ষায় ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রামের চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করে আমাদের আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে রাখবেন। আর আমরা রাজপথে যেতে চাই না। আমরা শিক্ষক, আত্মমর্যাদায় আমরা বলীয়ান। আমাদের এই আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব সরকারের। আশা করি সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই দাবি অচিরেই মেনে নিবে।

[লেখক : দপ্তর সম্পাদক, পঞ্চগড় সদর উপজেলা, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি]